১ আগষ্ট,২০০৯

অধিকার এর মাসিক রিপোর্ট

১-৩১ জুলাই, ২০০৯

টিপাইমুখ বাঁধবিরোধী মিছিলে পুলিশী নিপীড়ন সাংবিধানিক অধিকারের লংঘন

বিএসএফ মহাপরিচালক মহেন্দ্র লাল কুমাওয়াত এর বক্তব্যে নিরপরাধ ব্যক্তিদের অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত এবং সীমান্তে বিএসএফ-এর হত্যাকাণ্ডকে বৈধতা দেওয়া হয়েছে

সরকার অনুগত মানবাধিকার কমিশন গঠন জনগণের সঙ্গে প্রতারণার শামিল; এ কমিশনের পুর্নগঠন ও সংশোধন করতে হবে

ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক সহিংসতা বন্ধ করতে হবে

রাঙ্গামাটিতে সরকার কর্তৃক ক্ষুদ্রজাতিগোষ্ঠীর মানবাধিকার লংঘন গ্রহণযোগ্য নয়

অবিলম্বে প্রবাসী বাংলাদেশী শ্রমিকদের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনার তদন্ত করতে হবে

কেবল সন্দেহের ভিত্তিতে তিন নারীকে ৫৪ ধারায় গ্রেপ্তার ও রিমান্ডে নেয়ার ঘটনা সরকারের পূর্বসংস্কারের বহি:প্রকাশ

১. *অধিকার* নাগরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষার্থে কাজ করছে এবং তার কাজের অংশ হিসেবে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে। এ প্রতিবেদনে চলতি বছরের জুলাই মাসের মানবাধিকার পরিস্থিতি তুলে ধরা হয়েছে।

টিপাইমুখ বাঁধবিরোধী মিছিলে পুলিশী বর্বরতা ও নিপীড়ন

২. গত ৫ই জুলাই ২০০৯ টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণ বন্ধ, ভারতের লালগড়ে পুলিশী নির্যাতন ও মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপসহ ভিয়েনা কনভেনশনকে সুনির্দিষ্টভাবে লঙ্ঘন করে বাংলাদেশের পানিসম্পদ বিশেষজ্ঞ ও পরিবেশবাদীদের হেয় করে অশোভন মন্তব্য করার প্রতিবাদে ভারতীয় হাইকমিশনার পিনাক রঞ্জন চক্রবর্তীকে দিল্লিতে ফিরিয়ে নিতে ভারত সরকারের কাছে দাবী জানিয়ে ভারতীয় হাইকমিশনের সামনে শান্তি পূর্ণ বিক্ষোভ প্রদর্শনের সময় সাংস্কৃতিক সংগঠন ল্যাম্পপোস্ট-এর কর্মীদের উপর পুলিশ হামলা চালায়। পুলিশী বর্বরতার এ সংবাদ দেশের গণমাধ্যমগুলোতে প্রচারিত হয়। পুলিশ বেধড়ক লাঠিপেটা করে বিক্ষোভকারীদের রক্তাক্ত এবং নারীদের লাঞ্ছিত করে। এ হামলায় ৩০ জনের মতো ল্যাম্পপোস্ট সংগঠক আহত হন এবং আশীষ কোড়ায়া ও প্রিন্স মাহ্মুদ নামে দুই জন ল্যাম্পপোস্ট নেতাকে পুলিশ গ্রেফতার করে। পরে রিমান্ডে নিয়ে তাঁদের উপর আরো নির্যাতন চালানোর অভিযোগ পাওয়া গেছে। আহতরা বেশিরভাগই বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক ছাত্র-ছাত্রী। গ্রেফতার ও পুলিশী নিপীড়নের ভয়ে এখন তাঁরা পালিয়ে বেড়াচ্ছেন এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবাও নিতে পারছেন না।

৩. *অধিকার* কোন শান্তিপূর্ণ সমাবেশে আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর এ ধরনের হামলা, গ্রেফতার এবং নির্যাতনের নিন্দা জানাচ্ছে। কেননা বিক্ষোভকারীরা শান্তিপূর্ণ উপায়ে ও আইনসংগতভাবে তাঁদের সাংবিধানিক অধিকার চর্চার উদ্দেশ্যে সমবেত হয়েছিলেন। বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৮ ও ৩৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, রাষ্ট্রের যেকোন নাগরিকের সম্মিলিত হওয়ার অধিকার রয়েছে।

৪. গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার পথকে বাধাগ্রস্ত ও সংকুচিত করা এবং প্রাণ-প্রকৃতি-পরিবেশের জন্য ভয়াবহ হুমকি হতে পারে এই ধরনের বিষয়ে উদ্বেগ ও আশঙ্কার মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের মাধ্যমে ভীতি সঞ্চার করাকে *অধিকার* নিন্দা জানাচ্ছে। *অধিকার*-এর মতে, আশঙ্কার বিষয়টি হলো, মানবাধিকার লঙ্ঘনের এ প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে শাসন প্রক্রিয়ায় আরো বেশী সমস্যা সৃষ্টি হবে এবং রাষ্ট্র আরো বেশী নিপীড়নমূলক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হবে।

৫. *অধিকার* গ্রেফতারকৃতদের অবিলম্বে মুক্তি দেয়ার দাবী জানাচ্ছে।

<u>বিএসএফ মহাপরিচালক মহেন্দ্র লাল কুমাওয়াতের বক্তব্যে বাংলাদেশী নাগরিকদের অপরাধী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে</u>

৬. ১-৩১ জুলাই ২০০৯ পর্যন্ত ১২ জন বাংলাদেশী বিএসএফ কর্তৃক নিহত হয়েছেন। এছাড়া গত মাসে একজন বাংলাদেশী বিএসএফ কর্তৃক একজন আহত এবং অপর একজন অপহৃত হয়েছেন।

৭. ঢাকায় অনুষ্ঠিত বিডিআর বিএসএফ-এর মধ্যে তিনদিন ব্যাপী সম্মেলন শেষে গত ১৪ই জুলাই বিএসএফ মহাপরিচালক মহেন্দ্র লাল কুমাওয়াত বলেন,"সীমান্তে রাতের বেলা কাঁটা তারের বেড়া কাটতে গেলে বিএসএফ বাংলাদেশীদের উপর গুলি ছোঁড়ে এবং এতে তাঁদের মৃত্যু হয়। অনেক ঘটনায় বিএসএফ চ্যালেঞ্জ করে এবং আত্মরক্ষার জন্য গুলি ছোঁড়ে।"[১] বিএসএফ মহাপরিচালকের এ ধরনের বক্তব্য সীমান্তে বিএসএফ এর হত্যাযজ্ঞ ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাকে ন্যায্যতা দেবে বলে *অধিকার* উদ্বেগ প্রকাশ করছে। কাঁটা তারের বেড়া কাটতে গিয়ে বাংলাদেশী নাগরিকরা নিহত হচ্ছেন বলে বিএসএফ প্রধান যে মন্তব্য করেছেন তা ভিত্তিহীন। তাঁর মন্তব্যকে যাচাই করাও সম্ভব নয়, কেননা ভিকটিমরা নিহত হয়েছেন। পরিবেশ ও প্রতিবেশগত বিপর্যয় এবং অর্থনৈতিক দুরবস্থা থেকে উদ্ভুত জীবন-জীবিকার সংকট ও অন্যান্য নানা কারণে যাঁরা সীমান্ত অতিক্রম করে অথবা করেনা, বিএসএফ প্রধানের বক্তব্য সেসব নিরপরাধ নাগরিকদের অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করার নির্লজ্জ প্রচেষ্টা।

৮. *অধিকার* ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী (বিএসএফ) কর্তৃক সংঘটিত হত্যা, নির্যাতন ও অন্যান্য মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো প্রতিনিয়ত পর্যবেক্ষণ এবং সরেজমিনে তথ্যানুসন্ধান করে আসছে। *অধিকার*-এর তথ্যানুসন্ধানে দেখা গেছে, নিহত ও নির্যাতিত ব্যক্তিরা সবাই নিরপরাধ ও নিরস্ত্র সাধারণ নাগরিক। সাধারণ নাগরিকদের উদ্দেশ্যমূলকভাবে হত্যা করা মানবাধিকার নীতি এবং আন্তর্জাতিক আইনের চরম লঙ্ঘন। এ ধরনের মানবাধিকার লংঘন আন্তর্জাতিক আইনে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত।

[১] স্টাফ রিপোর্টার: 'কাঁটা তারের বেড়া কাটতে গেলে বিএসএফ গুলি চালায়', দৈনিক আমার দেশ, ১৫/০৭/২০০৯

৯. বিএসএফ'র হত্যাকাণ্ড বন্ধে ভারত সরকারের সাথে দ্রুত সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে সীমান্তে বিএসএফ-এর হত্যাকাণ্ড বন্ধে এবং সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে *অধিকার* বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহবান জানাচ্ছে।

১০. বিএসএফ কর্তৃক হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে সরেজমিনে অনুসন্ধান ও নিরপরাধ নাগরিকদের হত্যার বিষয় প্রমাণিত হলে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং ভিকটিমদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদানে ভারত সরকারের কাছে দাবী জানাতে *অধিকার* সরকারের প্রতি আহবান জানাচ্ছে।

১১. *অধিকার* সীমান্তে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে বাংলাদেশ ও ভারত- উভয় পক্ষের উদাসীনতার নিন্দা জানাচ্ছে। একইভাবে *অধিকার* এ ধরনের হত্যাকাণ্ডকে বৈধতা দেওয়ার উদ্দেশে আপাতদৃষ্টিতে নিরপরাধ নাগরিকদের অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করার চেষ্টারও নিন্দা জানাচ্ছে। *অধিকার* মনে করে, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার গোষ্ঠীর সমস্যাটিকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় নেওয়া উচিত।

<u>সরকারের প্রতি অনুগত মানবাধিকার কমিশন মানবাধিকার রক্ষায় ব্যর্থ হবে</u>

১২. গত ৯ জুলাই ২০০৯ তারিখে জাতীয় সংসদে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বিল ২০০৯ পাশ হয়েছে। এ বিলে মানবাধিকার কমিশনের সদস্য নির্বাচনে সাত সদস্য বিশিষ্ট যে বাছাই কমিটির কথা বলা হয়েছে, সেখানে সরকারের পুরোপুরি হস্তক্ষেপের সুযোগ রয়েছে। কারণ বাছাই কমিটির ৭ জন সদস্যের মধ্যে ৪ জনই সরকার দলীয় সদস্য। বাকী ৩ জনের মধ্যে একজন সরকার-মনোনীত অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, যিনি আইন কমিশনের চেয়ারম্যান এবং অপরজন একজন মন্ত্রীপরিষদ সচিব। মাত্র একজন বিরোধী দলীয় সদস্যকে বাছাই কমিটিতে রাখার ফলে প্রস্তাবিত মানবাধিকার কমিশন সরকার-নিয়ন্ত্রিত ও অনুগত একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে। তাছাড়া, অভিযুক্ত ব্যক্তি কিংবা আইন শৃংখলা বাহিনীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের কোন ক্ষমতা না থাকায় এ কমিশন একটি ক্ষমতাহীন প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে।

১৩. মানবাধিকার লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে কমিশনের মামলা দায়েরের ক্ষমতা থাকা উচিত, অথচ প্রস্তাবিত বিল অনুযায়ী, অভিযোগ প্রমানিত হলে মানবাধিকার কমিশন অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের কাছে কেবল মতামত জানাতে পারবে। কমিশনের কোন দৃশ্যমান কার্যকরী ক্ষমতা নেই। সরকারের এ পদক্ষেপ মানবাধিকার কমিশন গঠনের জন্য মানবাধিকারকর্মীদের দীর্ঘ দিনের দাবীর সঙ্গে প্রতারণার শামিল। এ কমিশন কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

১৪. প্রস্তাবিত মানবাধিকার কমিশনের মানবাধিকার সংরক্ষণে স্বাধীন সংস্থা হিসাবে কাজ করার কোন ক্ষমতা বা এখতিয়ার নেই। বিরোধী দলের অনুপস্থিতিতে এবং অংশগ্রহণ ব্যতীত জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বিলের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিল পাশের ঘটনায় *অধিকার* উদ্বেগ প্রকাশ করছে।

১৫. বর্তমান কাঠামোতে প্রস্তাবিত মানবাধিকার কমিশনকে *অধিকার* প্রত্যাখ্যান করছে।

১৬. জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বিল ২০০৯ পুনরায় যাচাই বাছাই ও সংশোধন করে জাতীয় সংসদে আলোচনার পর একটি স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও শক্তিশালী মানবাধিকার কমিশন গঠন করতে *অধিকার* সরকারের প্রতি দাবী জানাচ্ছে।

রাজনৈতিক সহিংসতা ক্রমবর্ধমান

১৭. *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী, ১ থেকে ৩১ জুলাই ২০০৯ পর্যন্ত রাজনৈতিক সহিংসতায় ৩৪ জন ব্যক্তি নিহত এবং ১০৬২ জন আহত হন। আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ সংঘাতের কারণে ৩ জন নিহত এবং ৪৩০ জন আহত হয়েছেন।

১৮. রাজনৈতিক সহিংসতার ক্রমাগত বৃদ্ধিতে *অধিকার* উদ্বেগ প্রকাশ করছে। রাজনৈতিক সহিংসতা বন্ধ এবং গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখার জন্য *অধিকার* সরকারের প্রতি দাবী জানাচ্ছে।

রাঙ্গামাটিতে সেনাবাহিনী কর্তৃক ক্ষুদ্রজাতিগোষ্ঠীর মানুষদের হয়রানি ও মানবাধিকার লংঘন

১৯. রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলার সাজেক এলাকায় গ্রেপ্তার, নির্যাতন ও ভূমি দখলের চিত্র তুলে ধরতে ক্ষুদ্রজাতিগোষ্ঠীর ৮ জন প্রতিনিধি গত ২রা জুলাই ২০০৯ তারিখে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। ওই সংবাদ সম্মেলনের পর গত ৫ই জুলাই গঙ্গারাম দোর এলাকার কজইছড়ি গ্রামের কারবারি (গ্রামপ্রধান) অজিত চাকমা ও ৬ই জুলাই হোগেইএতলী গ্রামের কারবারি মানেকধন চাকমাকে বাঘাইহাট জোনের সেনাবাহিনীর একটি দল আটক করে ঢাকায় সংবাদ সম্মেলন করার ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। একই গ্রামের প্রিয় শান্তি চাকমাকেও আটক করে সেনা ক্যাম্পে নিয়ে একই ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। ২রা জুলাই ঢাকায় অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে অন্য যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের বাড়িতেও সেনাবাহিনী তল্লাশী চালায়। সেনাবাহিনীর ভয়ে ঢাকায় সাংবাদিক সম্মেলনে অংশগ্রহনকারীরা বর্তমানে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। গত ৮ই জুলাই ২০০৯ রাত আনুমানিক ৮.৩০টার দিকে সেনাবাহিনীর গঙ্গারাম পোস্টের হাবিলদার রফিকুল ইসলামের নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর একটি দল গঙ্গারাম এলাকার ৮/১০টি পরিবারের ৩০/৩৫ জনকে ধরে নিয়ে আটকে রেখে পরদিন ছেড়ে দেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

২০. এ ঘটনায় *অধিকার* উদ্বেগ প্রকাশ করছে। অধিকার মনে করে, ক্ষুদ্রজাতিগোষ্ঠীর মানুষের আইনসংগত অধিকার সংরক্ষণ এবং তাঁদের ভূমি অধিকার ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। রাষ্ট্র তার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে এবং ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষের ওপর নির্যাতন ও হয়রানির ঘটনা অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। সংবিধান-স্বীকৃত অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে *অধিকার* ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর মানুষের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করছে।

২১. *অধিকার* বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এবং অন্যান্য আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার কর্তৃক ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর মানুষের উপর নির্যাতন ও হয়রানি বন্ধের জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানাচ্ছে।

বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশী শ্রমিকদের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা বেড়েই চলেছে

২২. বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মরত বাংলাদেশী শ্রমিকদের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা বেড়েই চলেছে। কিন্তু খুব কম সংখ্যক মৃতের পরিবার ক্ষতিপূরণ পাচ্ছেন। ২০০৯ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে ৩০শে জুন পর্যন্ত ১১৫৪ জন শ্রমিকের লাশ দেশে এসেছে[২]। এঁদের মধ্যে অনেক নারী শ্রমিক রয়েছেন। মৃত্যুবরণকারী ১১৫৪ জন শ্রমিকের মধ্যে মাত্র ২২৭টি পরিবার ক্ষতিপূরণ পেয়েছে। ডেথ সার্টিফিকেটে নিহত শ্রমিকদের মৃত্যুর কারণ 'হার্ট অ্যাটাক' লেখা থাকলেও মৃত ব্যক্তিদের পরিবারের অভিযোগ, বেশীরভাগই অন্যায় আচরণ ও নির্যাতনের কারণে অসুস্থ হয়ে মারা গেছেন। গত ১১ই জুলাই ২০০৯ সৌদি আরব থেকে দেশে ফিরে জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে আলেকজান নামে এক ব্যক্তি মারা গেছেন। জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর সুত্র থেকে জানা গেছে, বিদেশে অমানবিক পরিবেশে জীবনযাপন করার ফলে অসুস্থ হয়ে আলেকজান দেশে ফিরেন। তাঁর সাথে কোন লাগেজ ছিল না; এমনকি তাঁর পাসপোর্টটি পর্যন্ত তাঁর নিয়োগদাতা কোম্পানী রেখে দিয়েছিল। এ দেশের দরিদ্র শ্রমিকরা ভিটেমাটি বিক্রি করে দালাল ও রিক্রুটিং এজেন্সির মাধ্যমে বিদেশে যান। বিদেশে যাওয়ার পর অধিকাংশ শ্রমিকই রিক্রুটিং এজেন্সির প্রতারণার শিকার হন এবং দেশে ফিরে আসা পর্যন্ত পুলিশের ভয়ে পালিয়ে বেড়ান। এ সময় তাঁরা পুলিশসহ বিভিন্ন জায়গায় নির্যাতনের শিকার হন। বিদেশে কর্মরত শ্রমিকদের পাঠানো টাকা বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস যা দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। কিন্তু দুঃখজনক বিষয় হলো, কোন সরকারের আমলেই এঁদের মূল্যায়ন বা সহযোগিতা করা হয়নি।

২৩. বিদেশে বাংলাদেশী শ্রমিকদের মৃত্যু এবং এ বিষয়ে সরকারের উদাসীনতায় *অধিকার* উদ্বেগ প্রকাশ করছে। *অধিকার* মনে করে, সরকারের উদাসীনতা দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষের প্রতি সহমর্মীতাহীনতার বহিঃপ্রকাশ। এসব শ্রমিকরা দেশে এবং দেশের বাইরে বাংলাদেশের 'নাগরিক' হিসেবে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত।

২৪. পেশাগত সমস্যা ও মৃত্যুর বিষয়সহ প্রবাসী শ্রমিকদের কাজের পরিবেশ ও জীবনযাত্রার সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্পর্কে তথ্য অনুসন্ধানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য *অধিকার* সরকারের কাছে দাবী জানাচ্ছে। যে সমস্ত দেশে বাংলাদেশী শ্রমিকরা কাজ করছে, সে সমস্ত দেশের বাংলাদেশ দূতাবাসে অবিলম্বে বিশেষ সেল গঠন এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক সেলগুলোর কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে পর্যবেক্ষণ করার জন্য *অধিকার* সরকারের কাছে দাবি জানাচেছ।

২৫. মধ্যস্বত্ব ভোগীদের হয়রানি এড়িয়ে বাংলাদেশী শ্রমিকরা যাতে ন্যুনতম খরচে ও সহজে বিদেশে যেতে পারেন, সেজন্য সরকারের নীতি ও ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। নির্যাতিত শ্রমিক ও নিহত শ্রমিকদের পরিবার যাতে ক্ষতিপূরণ পেতে পারেন, সরকারকে অবশ্যই সে ব্যবস্থা করতে হবে। *অধিকার* মনে করে, শ্রমিক পাঠানোর ক্ষেত্রে রিক্রুটিং এজেন্সির ওপর নজরদারী, ত্রুটিপূর্ণ ও লাইসেন্সবিহীন রিক্রুটিং এজেন্সির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া এবং মৃত ও নির্যাতিত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ আদায়ের ব্যবস্থা করা সরকারের কর্তব্য ।

<u>শুধু সন্দেহের ভিত্তিতে তিন নারীকে ৫৪ ধারায় গ্রেপ্তার ও রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের ঘটনায় *অধিকার* এর নিন্দা</u>

[২] মিথুন মাহফুজ :"ছয় মাসে লাশ হয়ে এসেছেন এক হাজার ১৫৪ বাংলাদেশি কর্মী , ক্ষতিপূরণের টাকা পেয়েছেন মাত্র ২২৭ পরিবার " আমাদের সময়, ১০/০৭/২০০৯

২৬. গত ৩ জুলাই ২০০৯ পিরোজপুর জেলার জিয়ানগর থানার পুলিশ বোরকা পরিহিত দুইজন ছাত্রী ও একজন শিক্ষিকাকে তল্লাশী চালিয়ে তাঁদের কাছে অবৈধ কিছু না পাওয়া সত্বেও শুধু সন্দেহের বশবর্তী হয়ে ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪ ধারায় তাঁদেরকে গ্রেপ্তার করে। শুধু তাই নয়, আদালতের মাধ্যমে তাঁদের 'জঙ্গী' হিসেবে তিনদিনের রিমাণ্ডে নিয়ে সম্পূর্ন বেআইনিভাবে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য টাস্কফোর্স ইন্টেলিজেন্স (টিএফআই) সেলে প্রেরণ করা হয়। টিএফআই সেল 'জঙ্গীবাদের' সঙ্গে তাঁদের কোন ধরনের সম্পৃক্ততার প্রমান পায়নি। গত ২০ জুলাই ডেপুটি এ্যাটর্নি জেনারেল রাজিক আল জলিল জানান, বোরকা-পরিহিত তিন নারীর বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রমান পাওয়া যায়নি।

২৭. *অধিকার* কেবল বোরকা পরার কারণে তিন নারীকে গ্রেফতার ও পরবর্তীতে রিমান্ডে পাঠানোর ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে। বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ বহু নারী বোরকা পরিহিত অবস্থায় চলাফেরা করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার। জিয়ানগর থানা পুলিশ কর্তৃক বোরকা পরিহিত তিনজনকে তল্লাশীর পর তাঁদের কাছে অবৈধ কিছু না পেয়েও শুধু সন্দেহের কারণে তাঁদেরকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে তাঁদের বোরকা খুলে ছবি তুলে পত্রিকায় প্রকাশ করা মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন বলে *অধিকার* মনে করে। আইন শৃংখলা বাহিনীর সদস্যদের সাধারন নাগরিকদের প্রতি এ ধরণের আচরণ কোনভাবেই গ্রহনযোগ্য নয়।

২৮. *অধিকার*-এর কাছে উদ্বেগের বিষয়টি হলো, বোরকা-পরিহিত তিন নারীর প্রতি আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা ও নিম্ন আদালতের ভূমিকা সামাজিক অসন্তোষ ও জনমনে ভীতির সঞ্চার করেছে।

২৯. *অধিকার* এই হয়রানির বিষয়টি সম্পর্কে তদন্ত করে দায়ী পুলিশ সদস্যদের জবাবদিহিতার ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সরকারের প্রতি দাবী জানাচ্ছে, যাতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে।

৩০. *অধিকার* আশা করে, বাংলাদেশের কিছু মানুষের মনে বোরকার ব্যাপারে যে ভিত্তিহীন ভীতি বা পূর্বসংস্কার রয়েছে, তা দূর করার জন্য সরকারের যথাযথ কর্তৃপক্ষ ঘটনাটির ক্ষেত্রে আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা ও আদালতের ভূমিকার বিষয়টি খতিয়ে দেখবে।

<u>অন্যান্য মানবাধিকার লঙ্ঘন</u>

- বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড

৩১. জুলাই মাসে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হাতে নিহত ৫ জনের মধ্যে র‍্যাব কর্তৃক ১ জন, পুলিশ কর্তৃক ১ জন, ৩ জন র‍্যাব- পুলিশ কর্তৃক নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। উক্ত ৫ জনের সবাই "ক্রসফায়ার/ এনকাউন্টার/ বন্দুক যুদ্ধে" নিহত হন বলে অভিযোগ রয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে, নিহতদের মধ্যে ২ জন পূর্ব বাংলার কমিউনিষ্ট পার্টি (লাল পতাকা), ১ জন পূর্ব বাংলার কমিউনিষ্ট পাটি (এমএল জনযুদ্ধ) এবং ২ জন কথিত অপরাধী।

- জেল হেফাজতে মৃত্যু

৩২. ১ থেকে ৩১ জুলাই ২০০৯ পর্যন্ত ৩ জন ব্যক্তি জেল হেফাজতে অসুস্থতা জনিত কারণে মৃত্যু বরণ করেছেন বলে জানা গেছে।

- ধর্ষণ

৩৩. ১ থেকে ৩১ জুলাই ২০০৯ পর্যন্ত মোট ৫১ জন নারী ও মেয়ে শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলে জানা গেছে। এদের মধ্যে ২৩ জন নারী এবং ২৮ জন মেয়ে শিশু। উক্ত ২৩ জন নারীর মধ্যে ৮ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে এবং ১২ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন। ২৮ জন মেয়ে শিশুর মধ্যে ২ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে এবং ৬ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন।

- যৌতুক সহিংসতা

৩৪. ১ থেকে ৩১ জুলাই ২০০৯ পর্যন্ত ৫০ জন নারী যৌতুক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ৩৭ জন যৌতুকের কারণে মৃত্যুবরণ করেন এবং ১২ জন বিভিন্নভাবে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। এ সময়ে ১ জন নারী যৌতুকের কারণে নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেছেন।

- এসিড নিক্ষেপ

৩৫. ১ থেকে ৩১ জুলাই ২০০৯ পর্যন্ত মোট ১২ জন এসিডদগ্ধ হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ৯ জন নারী, ১ জন পুরুষ এবং ২ জন মেয়ে শিশু।

- সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা

৩৬.১ থেকে ৩১ জুলাই ২০০৯ পর্যন্ত সাংবাদিকরা বিভিন্নভাবে হয়রানির শিকার হয়েছেন। এ সময়ে ১ জন সাংবাদিক নিহত হয়েছেন। এছাড়া ৩ জন আহত, ৬ জন আক্রমনের শিকার, ১ জন লাঞ্ছিত ও ২ জন হুমকির সম্মুখীন হয়েছেন।

৩৭. *অধিকার* পুলিশ ও র‍্যাব-এর দায়মুক্তি এবং অন্যান্য মানবাধিকার তথা নারীর অধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। বাংলাদেশ জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলে দ্বিতীয় দফায় সদস্য হিসেবে মনোনীত হয়েছে। *অধিকার* মনে করে সরকার মানবাাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে যে সব অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য আরো বেশি সচেষ্ট হবে এবং যে সকল মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে তা অস্বীকার করা সরকারের উচিত নয়।

৩৮. *অধিকার* সংবিধান, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক আইনে বর্নিত বাধ্যবাধকতা সরকারকে মেনে চলার দাবী জানাচ্ছে। এই ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনের সাথে জড়িত অনেকেই জীবিত ভিক্টিম বা প্রত্যক্ষদর্শীদের মাধ্যমে সনাক্ত করা সম্ভব এবং তাদের বিষয়ে যথাযথ তদন্ত সাপেক্ষে আইনের আওতায় এনে বিচার ও শাস্তির জন্য *অধিকার* দাবী জানাচ্চে।

সুপারিশসমূহ :

১. সরকারকে গণতান্ত্রিক অধিকার চর্চার পথকে সংকুচিত ও বাধাগ্রস্ত করা থেকে বিরত থেকে ভিন্নমতাবলম্বীদের ওপর দমননীতি পরিহার করতে হবে ।

২. বিএসএফ মহাপরিচালক মহেন্দ্র লাল কুমাওয়াত বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ডকে বৈধতা দেয়ার উদ্দেশ্যে যে মন্তব্য করেছেন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কর্মীদের পক্ষ থেকে তার নিন্দা জানানো উচিত।

৩. জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বিল ২০০৯ পুনরায় যাচাই বাছাই ও সংশোধন করে তা জাতীয় সংসদে আলোচনার পর একটি স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও শক্তিশালী মানবাধিকার কমিশন গঠন করতে হবে।

৪. অবিলম্বে ক্ষুদ্রজাতিগোষ্ঠীর মানুষের উপর সেনাবাহিনী এবং অন্যান্য আইন শৃংখলা বাহিনীর নির্যাতন ও হয়রানি বন্ধ করতে হবে।

৫. অভিবাসী শ্রমিকদের হয়রানি বন্ধসহ মধ্যসত্ত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য বন্ধের মাধ্যমে গরীব মানুষের সহজে ও স্বল্প খরচে বিদেশে কাজ করতে যাওয়ার ব্যাপারে নীতি প্রণয়ন ও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং মৃত ও নির্যাতিত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ আদায়ে সরকারকে সক্রিয় হতে হবে।

৬. তিন নারীকে ৫৪ ধারায় গ্রেপ্তার ও রিমান্ডে নেয়ার ঘটনায় তদন্ত করে দায়ী পুলিশ সদস্যদের বিরুদ্ধে শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।